

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সচেতন রাজ্যের ১৮তম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল ২০২৬। এই নির্বাচন রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। ২০২৬ সালের নির্বাচন সেই অর্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতে রাজ্যের রাজনৈতিক দিশা কোন পথে এগোবে। নির্ধারিত হবে আগামী পাঁচটি বছর কি ভাবে পরিচালিত হবে আমাদের রাজ্য।

বিগত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে দুই চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। ২০২১ সালে রাজ্যের ক্ষমতায় পুনর্নির্বাচিত হয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী দল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে বিজেপি। এই দ্বিমুখী লড়াইয়ের মধ্যে বামপন্থী রাজনীতির উপস্থিতি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবারের নির্বাচনে। ভোটের ময়দানে বামপন্থীদের প্রকাশিত ইন্তেহার বিকল্পের সন্ধান দিচ্ছে। আমাদের এখন অভিজ্ঞতার কণ্ঠি পাথরে যাচাই এর পালা। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসন শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবিত্ত মানুষের দাবি-দাওয়াকে রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতির কেন্দ্রে রয়েছে পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি, ধর্মীয় মেরুকরণ এবং ব্যক্তিনির্ভর নেতৃত্ব। ১৯৭৭-এ সরকার গড়েই শিল্পে নজর দিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। কারণ তার আগের পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে রাজ্যের শিল্প রুগ্ন হয়েছিল। তাই শিল্পের পরিকাঠামো বিদ্যুৎ উৎপাদনে জোর দেওয়া হয়েছিল। বক্রেশ্বর তার দৃষ্টান্ত হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ এই সময়ে রাজ্যে ৫১৭টি প্রকল্পে ৯৫২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ হয়েছিল। ১৯৮৩-তে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয় চিরাচরিত শিল্পের বাইরে শিল্প বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলার। তারপর কল্যাণী, হলদিয়া, খড়গপুর, বজবজ, উলুবেড়িয়া, মালদহ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদের মতো জায়গায় শিল্প বিকাশ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকারের



অসহযোগিতা স্বত্তেও হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস, সল্টলেকে ইলেকট্রনিক্স শিল্প গড়ে ওঠে। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়ে ওঠে আন্দোলনের নিশান।

ভারত সরকার প্রকাশিত পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে (২০২৩-২৪) এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে বেকারির হার সর্বভারতীয় গড় হারের চেয়ে কম। গ্রামাঞ্চল কিংবা শহরাঞ্চল সর্বত্রই সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্ব কম, পাশাপাশি এ রাজ্যে মজুরি হার কম। যারা ভাল কাজ জানেন তারা এ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে জীবিকার সন্ধানে অভিবাসন করেন। যে ধরনের কাজ এখানে রয়েছে অর্থাৎ অস্থায়ী কাজ, স্থায়ী মজুরির কাজ, অথবা স্বশাসিত সংস্থার কাজ সর্বত্রই মজুরি সর্বভারতীয় গড়ের চেয়ে কম। নেই সামাজিক সুরক্ষা। বিপন্ন শিল্পের কর্মীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা হলেও অঘোষিত রয়েছে কাজের সময়সীমা।

আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের বিকল্প প্রস্তাবে বলা আছে ভারী শিল্প গড়া, চলে যাওয়া শিল্প ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি বলা হয়েছে ‘দুর্গাপুরে আন্তর্জাতিক বিমান কাগো এবং লজিস্টিক হাব গড়ে তোলা হবে।’ বলা হয়েছে ‘প্রতি ব্লকে স্মার্ট বাজার।’ নতুন প্রজন্মের আশার স্ফূরণ রয়েছে ‘স্টার্ট আপ ও গবেষণা কেন্দ্রের সুবিধার জন্য গড়ে তোলা হবে বেঙ্গল হাব (বি-হাব)’, ‘আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ফার্মাসিউটিক্যাল ও অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে ওষুধ শিল্পের বিকাশের জন্য।’ যদি নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট আপ ধাক্কা খায় বা ব্যর্থ হয় তার জন্য ৫০শতাংশ ঋণ মকুব করা হবে। একদিকে যেমন পেটেন্ট নেওয়ার জন্য বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করবে সরকার, সঙ্গে সঙ্গে সমবায় মালিকানায আধুনিক রাইস মিল তৈরির বন্দোবস্তও সরকার করবে।

‘ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশন অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড’-এর রিপোর্ট জানাচ্ছে,

এর পর ৫ পাতায়

এসো গড়ে তুলি লড়াই-এর নতুন অভিযান

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, শপথে সেলস্ প্রমোশন আইনকে রক্ষার ডাক

২০২৬ সালটি আমাদের আন্দোলনের দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ঐতিহাসিক আইন—সেলস্ প্রমোশন এমপ্লয়িজ (কন্ডিশনস অফ সার্ভিস) অ্যাক্ট, ১৯৭৬-এর ৫০ বছর পূর্তির বছর। এই আইনটি ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে প্রণীত হয় এবং ৬ মার্চ ১৯৭৬ থেকে কার্যকর হয়, দীর্ঘ সংগ্রামের পর। এই সেক্টরভিত্তিক আইন প্রণয়ন সেলস্ প্রমোশন কর্মীদের জন্য একটি ঐতিহাসিক বিজয় ছিল। এটি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফিল্ড কর্মীদের আইনি অবস্থানকে দৃঢ় করে এবং এফএমআরএআই ও তার সহযোগী সংগঠনগুলির (ডব্লুবিএমএসআরইউ সহ) স্বীকৃতি জোরদার করে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার চারটি শ্রম কোড কে প্রণয়ন করছে, যা শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সুরক্ষাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাই (এসপিই আইনের গুরুত্ব আজ আরও বেড়েছে। এই শ্রম কোডগুলির শ্রমিক-বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সম্প্রতি ভুবনেশ্বরে ১৩—১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এফএমআরএআই-এর সাধারণ কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ৬ মার্চ ২০২৬ দেশজুড়ে বিভিন্ন ভাবে

প্রতিবাদ দিবস পালন করা হবে। এই প্রেক্ষিতে, আমাদের রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলিতে ৬ মার্চ ২০২৬ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। যাদের মধ্যে -

১. সমস্ত জেলা, লোকাল ও বেস কমিটি গুলিতে সদস্যদের একত্রিত করে শপথ গ্রহণের কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

২. উক্ত দিনে আমাদের সংগঠনের সদস্যরা কালো ব্যাচ পরিধান করে ফিল্ডে কাজ করেছেন। যার মধ্যে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল ‘REPEAL ALL LABOUR CODES & PROTECT SPEACT- 1976’.

৩. এছাড়াও অনলাইন পিটিশনে স্বাক্ষর করার কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। যা পরবর্তীতে ভারত সরকারের শ্রম দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। এটি শুধুমাত্র একটি স্মারক কর্মসূচি ছিল না। এটি আমাদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের পুনঃপ্রতিশ্রুতি এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার। ৬ মার্চ ২০২৬ দিনটি আমাদের রাজ্যজুড়ে দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা ও সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে পালন করা হয়েছে।

আঞ্চলিক ও বেস কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা

এফএমআরএআই-এর অন্যতম রাজ্য ইউনিট ডব্লিউবিএমএসআরইউ, যেখানে ত্রিস্তরীয় কমিটির মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক কর্মসূচি আমরা রূপায়ণ করি। এই ত্রিস্তরীয় পরিকাঠামোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সাংগঠনিকভাবে প্রত্যেক দু'বছর অন্তর আমরা আঞ্চলিক, বেস ও জেলা কমিটি গুলিতে বার্ষিক সাধারণ সভা করে থাকি।

নিয়ম অনুযায়ী ২০২৬ সালে ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের রাজ্যের ১৮৫ টি আঞ্চলিক ও বেস কমিটির বেশিরভাগ জায়গাতেই এই বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন করেছি। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১শে মার্চের মধ্যে এই সভা গুলি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু অনিবার্য কারণবশত তা সঠিক সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি। এই সভাতে ৫০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে যদিও

একথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে গত বছরের সম্মেলনের তুলনায় এইবারের এই বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের উপস্থিতির হার অনেকাংশই বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই বার্ষিক সাধারণ সভা গুলিতে পাঁচটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পেশ হয়েছে। যে প্রস্তাব গুলির মধ্যে একটি অন্যতম প্রস্তাব ছিল 'আমাদের রাজ্যের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার প্রস্তাব'। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বেশকিছু সভায় অঞ্চলের বাম ও গণতান্ত্রিক প্রার্থীরা উপস্থিত থেকে বক্তব্য তুলে ধরেছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে আমাদের আশু কর্তব্য যে আমাদের সংগঠনের সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের পরিবারের কাছে বাম ও গণতান্ত্রিক প্রার্থীদের জয় করার আহ্বান জানানো। এই কর্মসূচির জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য কেন্দ্র থেকে একটি লিফলেট সমস্ত জেলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।



শোক বার্তা

জে অখিলেশ : অ্যালেস্টিক কোম্পানির এরিনা ডিভিশনে হায়দ্রাবাদে কর্মরত জে অখিলেশ কর্তৃপক্ষের অন্যায়, অনৈতিক, অমানবিক শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচারের শিকার হন। অত্যাচারের তীব্রতা এতটাই বেড়ে যায় যা অখিলেশের সকল সহ্যের বাঁধ ভেঙে দেয়, যার ফলে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পরে নিজের অমূল্য জীবন শেষ করে দেয়। সর্বভারতীয় সংগঠন এফ এম আর এ আই সহ রাজ্য সংগঠন ডব্লিউবিএমএসআরইউ এই নির্মম ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং দায়ী কর্তৃপক্ষের কঠোর শাস্তি দাবী করা হয়। সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও প্রায় প্রত্যেকটি অ্যালেস্টিক কোম্পানি ডিস্ট্রিবিউটরের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয় এবং ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারক পাঠানো হয়। জে অখিলেশের অকাল প্রয়াণে আমরা গভীর শোকাহত এবং শোকার্ত পরিবারের প্রতি রইল আমাদের সমবেদনা।



রমা শঙ্কর বাজপেয়ী : সর্বভারতীয় সংগঠন এফএমআরএআই-এর প্রাক্তন সহ সভাপতি তথা সিআইটিইউ-এর নেতৃত্ব কমঃ রমা শঙ্কর বাজপেয়ী বিগত ২০শে মার্চ, ২০২৬ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রমা শঙ্কর বাজপেয়ীর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা গভীর শোকাহত, তাঁর শোকার্ত পরিবারের প্রতি রইল আমাদের সমবেদনা।



ডবলু বি এম এস আর ইউ ও এফ এম আর এ আই এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছরের মতোই ২০২৬ সালেও আমাদের রাজ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস উদ্‌যাপনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯ই মার্চ ২০২৬ এন্টালী মার্কেটের সামনে এক পথসভার আয়োজনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন করা হয়। এই কর্মসূচি তে কোলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও নদীয়া জেলার মহিলা সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুতপা চক্রবর্তী ও বর্ণালী মালাকার। মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ রাজ্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মধুজা সেন রায়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সুমন ভট্টাচার্য ও রাজ্য কোষাধ্যক্ষ টিকা মাজি ও সি আই টি ইউ নেতৃত্ব বাসব রায়চৌধুরী। সভায় বিপন্ন শিল্পে কর্মরত মহিলা ফিল্ড কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে অধিকার রক্ষার্থে, যৌন হেনস্থা বন্ধ করতে, মাথা উঁচু করে সসম্মানে

A woman in a yellow saree is speaking at a podium during a public meeting. The podium has a sign that reads "YOUTH TRAINING COMMITTEE 54 WARD". An Indian flag is visible in the background.



নারী সমাজের উন্নয়নে চাই প্রগতিশীল প্রশাসন

বিগত শতকের গোড়ার দিক অর্থাৎ ১৯০৯ সালে প্রথম মহিলা দিবস পালন শুরু হয়। ইতিহাসের পাতা থেকে শুরু করে বর্তমানের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে চাই কেমন আছেন আমাদের দেশ ও রাজ্যের মহিলারা। নির্বাচনের আগে কেন্দ্র ও রাজ্যে শাসক দুই দল হৈ হৈ রৈ রৈ ফেলে দিতে চাইছে মহিলাদের নিয়ে কত প্রকল্পের বুড়ি নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে, তাই ফলাও করে প্রচার করে। এখন যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কিন্তু শাসক দলগুলির কেউই মহিলাদের সমস্যার গভীরে পৌঁছে তাকে দূর করার চেষ্টা করছে না। নিচের সাম্প্রতিক অতীতের তথ্য প্রমাণ করে, ঠিক কি পরিস্থিতিতে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের নারীরা।

জাতীয় ক্রাইম রিসার্চ ব্যুরো জানাচ্ছে শুধুমাত্র ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে ৩৪৬৯১টি নারী নির্যাতনের ঘটনা। ২০২২ সাল থেকে নিষ্পত্তি হয়নি এরকম কেসের সংখ্যা ১০০৩৪। তাহলে ২০২৩ সালে আসলে কেসের সংখ্যা ৪৪৭৩১। এই তথ্য সরকারি সূত্রে জানা যায়, আসলে সংখ্যা আরও অনেক বেশি। অ্যাসিড আক্রান্তের ঘটনায় বাংলা সব রাজ্যের মধ্যে প্রথম।

২০১১ সাল থেকে রাজ্যে অদোবধি প্রায় ১৫ বছর ধরে তৃণমূল পরিচালিত একটা সরকার, কেন্দ্রে ২০১৪ সাল থেকে আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকার চলছে। দেশের মেয়ে বলতে কি চোখে ভাসে! গুজরাটের বিলকিস বানো, কাশ্মীরের আসিফা, উত্তরপ্রদেশের উম্মাও বা মনিপুরী কুকি মহিলার নগ্নতা! রাজধানীর বুকে সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি তথা বিজেপি নেতা ব্রিজভূষণ শরণ শিং-এর দীর্ঘ যৌন নির্যাতনের শিকার আমাদের দেশের গর্ব, বিশ্ববন্দিত মহিলা কুস্তিগীর ধর্নায় পুলিশী নির্মমতার চিত্র! আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকারের আমলে বিশ্বের দরবারে মানব সূচক উন্নয়ন ইনডেক্সে আমাদের দেশ যখন ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৩০তম তখন লিঙ্গ বৈষম্যে ১০৮টি দেশের মধ্যে ১০২তম। এতেই অনুমান করা যায় কেন্দ্র সরকারের 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' স্লোগান কতটা ফিকে। বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান সহ বিভিন্ন রাজ্যে নারীর নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রহসন মাত্র। হাথরাসের তরুণীর গণধর্ষণ ও খুনীরা সরকারের কাছে পুরস্কৃত হয়। চলমান রাজনীতিতে ৯৪ জন সাংসদ ও বিধায়কের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা থাকাটা এই মনু বাদী বিজেপি সরকারের আমলে বিচিত্র নয়।

রাজ্যে এই আর্থিক দুরবস্থা আজ কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে বাংলার গ্রাম ও শহরের গরিব মধ্যবিত্ত মহিলাদের। তাই তাঁরা যেখান থেকে পারছেন ঋণ নিচ্ছেন। এর ফায়দা তুলছে বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার কোম্পানিগুলি। রাজ্যের ২৩টি জেলায় বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার থেকে মোট ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ৩৩,১৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৩.৮ লক্ষ মহিলা ঋণগ্রস্ত বলে সমীক্ষায় প্রকাশ।

২০২২ সালে সরকারি পরিসংখ্যান দপ্তরের এক রিপোর্টে দেখা গেল সারা দেশে নাবালিকা বিয়ে কমে গেলেও এ রাজ্যে কমে নি। ২০২৪ সালে লাস্টেট গবেষণা পত্রে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গে নাবালিকা বিয়ে বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, কন্যাশ্রী প্রকল্পের পড়েও নাবালিকা মায়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে এ রাজ্যে। বেশির ভাগ নাবালিকা বিয়ে আসলে নারীপাচারের এক পথ। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, 'নিখোঁজ' হয়ে যাচ্ছে এ রাজ্যে অনেক কিশোরী। এইভাবেই ২০২৩ সালে নিখোঁজ হয়েছে ৫৩৬৫৫ জন মহিলা।

নারী নির্যাতনকে অস্বীকার করছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। কিন্তু গত পনের বছরে রাজ্যে ঘটে গেছে একের পর এক ঘটনা। ঘটনা ঘটে গেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যেও। সেই ২০১২ সালে পাকিস্তানের সূজেট জর্ডন থেকে শুরু হয়ে কামদুনি, সন্দেশখালি, মুর্শিদাবাদ, পাশকুড়া, গাইঘাটা, গেদে, আর জি কর, কালীগঞ্জ, দুর্গাপুর-এ ঘটেছে নারীদের নির্যাতন। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে খতিয়ান। সরকারি হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনের বিচার আজও অধরা। সেই কথা মাথায় রেখেই নারী নির্যাতন রোধ করার জন্য অভয়া বাহিনী গঠন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বিকল্পের ইস্তহারে।



ন্যাশানাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে-৫-এর (২০১৯-২০) প্রতিবেদন অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের ৭১ শতাংশ অ্যানিমিয়া আক্রান্ত (পুরুষদের মধ্যে এই হার ৩৯.২ শতাংশ)। ভারতে ওই বয়সী নারীদের মধ্যে এই হার ৫৭ শতাংশ। স্পষ্ট বোঝা যায়, পুষ্টিগত খাবারের অভাব, অ্যানিমিয়ার পরিসংখ্যানের দুরবস্থা সত্ত্বেও, রাষ্ট্র এমন কোনো কার্যকরী বন্দোবস্ত রাখেনি যা দিয়ে, সর্বজনীন ভাবে নারীদের বুনিনাদি স্বাস্থ্যের ধারাবাহিক নিরীক্ষণ সম্ভব হয়। মিড-ডে মিল-এর অকথ্য দৈন্য দশার কারণে শিশু, কিশোরীদের পাতে সপ্তাহে একটা ডিমও দেওয়া যায় না; বহু ক্ষেত্রে—ইস্কুলে তাদের দুপুরের খাদ্য বলতে ভাত, আলুর ঝোল, মটরের ঝোল, সয়াবীন বড়ির ঝোল বা কখনও কখনও সবজির ঝোল। এই মুহূর্তে মিড-ডে-মিলের বরাদ্দ প্রাথমিকে ৬.৭৮ টাকা ও উচ্চ প্রাথমিকে ১০.১৭ টাকা। এই খাবারও বন্টন হয় কেবলমাত্র অষ্টম শ্রেণি অবধি।

'দ্য টাস্কস অফ দি ওয়ার্কিং উইমেন'স মুভমেন্ট ইন দ্য সোভিয়েত রিপাবলিক'-এ লেনিন লিখছেন—নারীদের যখন পূর্ণ অধিকারও নিশ্চিত হচ্ছে, তখনও তাঁরা শোষিত হচ্ছেন, কারণ যাবতীয় ঘরের কাজ তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকছে। নারীর সব কাজের মধ্যে ঘরের কাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবচেয়ে অনুৎপাদনশীল, সবচেয়ে বর্বরোচিত ও সবচেয়ে কষ্টসাধ্য। এটি অতি সাধারণ বিষয় এবং নারীর বিকাশে সাহায্য করতে পারে, এমন কোনো উপাদান এতে সেভাবে থাকে না। ভারতের স্টেটিস্টিক্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন মন্ত্রকের 'টাইম ইউজ সার্ভে ২০২৪'-এর রিপোর্ট অনুসারে, এদেশে নারীরা দৈনিক গড়ে ২৮৯ মিনিট ঘরের কাজে ব্যয় করেন, আর পুরুষেরা সে-জায়গায় ব্যয় করেন ৮৮ মিনিট। ৪১ শতাংশ নারী পরিবারের শিশু, বয়স্ক, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের সেবায়ত্বের কাজে যোগ দেন আর ওই একই কাজে ২১.৪ শতাংশ পুরুষ যোগ দেন। আর আর্থিক কার্যকলাপে (আয়যুক্ত বা আয়হীন) ৭৫ শতাংশ পুরুষ ও ২৫ শতাংশ নারী যোগদান করছেন।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একমাত্র বামপন্থীরাই পারে উন্নত সমাজ গড়ার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে। আসন্ন অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচন তাই এতো গুরুত্ব বহন করছে আমাদের কাছে। হিন্দুত্ববাদীরা মনু সংহিতার অনুগামী। যেখানে মনে করা হয় নারীর স্থান অস্তঃপুরে, তারা পুরুষ জাতির সেবায় নিয়োজিত থাকবেন এবং অবশ্যই বংশ বিস্তারে সক্রিয় অংশ গ্রহন করবেন। অপর দিকে রাজনৈতিক শক্তি শুধু নৈরাজ্য, সামাজিক অবক্ষয় এবং নারী নিরাপত্তায় উদাসীন ও অবমাননাকর।

একমাত্র বামপন্থীরা বিশ্বাস করে নারীরা সমাজের অর্ধেক আকাশ। সেই আকাশের অধিকার ফিরিয়ে দিতে তারা সদা জাগ্রত। তাই এই নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থীদের জয়ী করতে পারলে আগামী দিনে এই বাংলায় নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।



**ঔষুধ নিয়ে চলছে খেলা
লুটছে নেতা, লুটছে চেলা....
খেলার হলে মাঠেই খেলো
প্রাণের খেলা বন্ধ করো...**
বামপন্থী প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন।
প্রচারে - WBMSRU



**বুঝছে আজ দেশবাসী,
"ঔষুধনীতি" সর্বগ্রাসী।
গুনমান ও অতিদাম,
ভেজাল ঔষুধে যাচ্ছে প্রাণ।**
**বামপন্থী প্রার্থীদের
জয়যুক্ত করুন।**
প্রচারে :-WBMSRU

বিধানসভা নির্বাচন

২০১১-১২ থেকে ২০২৪-২৫ এই সময়ে রাজ্য ছেড়েছে ৬৬৮টি সংস্থা। তার মধ্যে গত দশ বছরে ছেড়েছে ৪৭৫টি সংস্থা। বেশিরভাগই গেছে বিজেপির সরকার আছে এমন রাজ্যগুলিতে। যেমন গুজরাটে গেছে ৪২৩টি, মহারাষ্ট্রে ১৩০৮টি, উত্তর প্রদেশে ৮৭৯টি, ছত্তিশগড়ে ৫১১টি। রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটকের মতো রাজ্যেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্প, কারখানা সরে গেছে এই সময়কালে। এমনকি কাশ্মীর কিংবা আন্দামান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেই সব এলাকাতেও শিল্প সংস্থা সরেছে। তাই শিল্প ফিরিয়ে আনার ঘোষণা রাজ্যের জন্য এত জরুরি, যা আছে বিকল্পের ইশতেহারে।

২০১৫ থেকে রাজ্যে বিনিয়োগের লক্ষ্যে ‘বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন’ শুরু আমাদের রাজ্যে। ২০১৫ থেকে ২০২৫ রাজ্যে এগারোটি ‘বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন’ এ সরকারের দাবি, এই শিল্প সম্মেলনে মোট ১৮,১৬,৯২৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব, রাজ্যে এসেছে।

তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশন অব ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড’ (ডিপিআইআইটি) সেই রিপোর্ট প্রকাশ করে জানাচ্ছে, ২০১৫ থেকে ২০২৫ এই সময়কালের বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনগুলিতে মমতা ব্যানার্জির ঘোষিত মোট প্রস্তাবের মাত্র ৪.৫৪ শতাংশ প্রস্তাব রাজ্যে এসেছে। অনেকবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে, সেখানকার পথেঘাটে প্রাতঃভ্রমণের ছবি দেখা গেলেও শিল্পের দেখা মেলেনি। তাই জোটেনি বেকারের কর্ম সংস্থান। বদলে নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষণা করেছেন, ‘বাংলার যুবসাথী।’ ২১ থেকে ৪০ বছরের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, উপার্জন না-করা যুবদের মাসে দেড় হাজার টাকা দেওয়ার ওই প্রকল্পে কতজন ফর্ম পূরণ করেছেন? ৯০লক্ষ! সরকারই জানিয়েছে কাজের হাহাকার কোন জায়গায় পৌঁছেছে। কাজের অভাব, কারণ শিল্পে মরুভূমি। শিল্পের অবনমনের প্রভাব পড়েছে আমাদের রাজ্যের কৃষির ওপর। নাবার্ডের সর্বশেষ রিপোর্ট জানিয়েছে যে, রাজ্যে কৃষিজীবী পরিবারের মাসে আয় গড়ে ৭৭৫৬ টাকা। দেশের আঠাশটি রাজ্যের মধ্যে এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ২২ নম্বরে।

২০১৯-এ রাজ্য থেকে লোকসভায় বিজেপির ১৮জন সাংসদ ছিল। এখন ১২জন। রাজ্যে শিল্পের জন্য তাঁদের ভূমিকা কী? গত এগারো বছরে রাজ্য থেকে নির্বাচিত বিজেপির সাংসদরা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বিকাশে কোনও উদ্যোগ নেননি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাততাড়ি গোটানো সংস্থাগুলিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেনি। হলদিয়া বন্দরের উন্নতি করেনি। ব্যারাকপুর, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল থেকে জিতেছে বিজেপি, কিন্তু কারখানা আনেনি সেখানে। বন্ধ কারখানা খোলার উদ্যোগও নেয়নি। রাজ্যে বিজেপি প্রধান বিরোধী দল। তাদের কোনও ভূমিকা নেই। দুই ফুলের দল মিলেই রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকে ধ্বংস করেছে।

বিজেপি-কর্পোরেট চক্রের প্রধান খান্দার ক্ষেত্র পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চল। সিঙ্গুরের কারখানা যেমন গুজরাটে গেছিল, তেমনই নন্দীগ্রাম প্রস্তাবিত পেট্রো রসায়ন শিল্প তালুক (পিসিপিআইআর) তৈরির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এবং গুজরাটের মোদী সরকার। পূর্বাঞ্চলে পিসিপিআইআর চায়নি বিজেপি। গুজরাটে তা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তা তাড়ানোয় তৃণমূলের সহযোগী হয়েছিল বিজেপি।

বাংলা হোক বা দেশ, বামপন্থীরা প্রগতির পক্ষে, তাই কৃষির বিকাশের ভিত্তিতে শিল্পের

পক্ষে। এবার তাই এক কদম আগে গিয়ে ইশতেহারে বলা হয়েছে ‘প্রতিটি জেলায় শিল্প তালুক তৈরি করা হবে’। ধান থেকে সফটওয়্যার প্রতিটি উপাদান হবে শিল্পের বিকাশের মাধ্যম। কারণ লক্ষ্য অবিচল, মন্দির নয়—মসজিদ নয়, লক্ষ্য কাজ। বর্তমানের গর্ভে উজ্জ্বল আগামীর ধারক বামপন্থীরাই।

তৃণমূলের পনেরো বছরের শিক্ষাবিমুখ শাসনকাঠামোয় আরএসএস-এর পরিকল্পনায় বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপান্তর নিশ্চিত করতে হলে বাংলার মানুষের গণচেতনা থেকে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাকে না-সরালে উপায় নেই। তৃণমূলকে নিয়োগ করা হয়েছে একদম ভূমিস্তর থেকে বাংলার লেখাপড়ার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে। স্কুল, কলেজ বন্ধ করে, ছাত্রহীন-শিক্ষকহীন ক্লাসরুম তৈরি করে, শিক্ষা বাজেটের বরাদ্দ অনুযায়ী খরচ না-করে, সরকারি শিক্ষাখাতে ক্রমাগত বরাদ্দ কমিয়ে, সরকারি মদতে ড্রপ আউট বাড়িয়ে, স্কুলের নিয়োগ সংক্রান্ত একের পর এক দুর্নীতির জাল বুনে, শিক্ষান্তে সৎ পথে নূনতম কাজের সুযোগ না-রেখে তৃণমূল পরিকল্পিত আকারে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে শিক্ষাক্ষেত্র, শিক্ষার সম্ভাবনা, শিক্ষার প্রতি মানুষের ইতিবাচক আগ্রহ, উৎসাহকে। ফলে বাংলার ছেলেমেয়েরা, অভিভাবকরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে লেখাপড়া থেকে।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, প্রাইমারি স্তরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক স্কুল। মানে লেখাপড়ার প্রথম ধাপ থেকে ব্যাপক অংশের ছেলেমেয়েরা সরে যাচ্ছে পরিকাঠামো, শিক্ষক, পরিচর্যার অভাবে।

লেখাপড়ার প্রতিটা স্তরে সরকার পোষিত এন্ট্রি-এক্সিট পয়েন্ট। শব্দটা চেনা? ঠিক, কেন্দ্রের সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এই নীতিরই ফর্মুলা প্রস্তুত হয়েছে নাগপুরেই হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকার, সাভারকারের লাইন ধরেই। একই ফর্মুলায় শিক্ষাকে সংকুচিত করার চেষ্টা চলছে বিজেপির নীতিতে দেশে এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যে, আবার সেই নীতিরই প্রতিলিপি চালানো হচ্ছে আমাদের রাজ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, অত্যাধুনিক ক্লাসরুম, উন্নত গবেষণার ক্ষেত্র, প্লেসমেন্ট সেলের মাধ্যমে কাজের নিশ্চয়তা, স্মার্ট হোস্টেল পরিষেবা, মাদ্রাসার সামগ্রিক উন্নত পরিকাঠামো নিশ্চিত করা, শিক্ষক অধ্যাপকদের শূন্যপদ জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা, ড্রপ আউটদের ক্লাসরুমে ফেরানো, তারপর ক্লাসরুমকে বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করা, সেই ক্লাসরুম থেকে উন্নত মানবসম্পদ গড়ে তোলা, তারপর প্রত্যেককে কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া এটাই বিকল্প ইশ্তেহারের মূল কথা।

এছাড়া নির্বাচনের আগে ভোটের তালিকা সংশোধন বা এসআইআর ইস্যু ঘিরে বিতর্কও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রশ্ন তুলেছে। বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, যা আমাদের দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। চিহ্নিত করে নির্ধারিত জনগোষ্ঠী, মতুয়া সম্প্রদায় সহ বহু মানুষ অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটের তালিকা সংশোধনের নামে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার জন্য মত দানে অপারগ থাকবেন। আমরা আবেদন করি যে আসন্ন বিধানসভা শুধু আবেগ নয় রাজ্য ও দেশ গঠনের মহান দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস রচনার অংশীদার হতেই হবে আমাদের। নচেৎ ইতিহাস এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই দুই এর কাছেই অপরাধী থেকে যাবো আমরা।

ওষুধের অগ্নিমূল্য ও বিপন্ন জনস্বাস্থ্য : ডবলু বি এম এস আর ইউ রাস্তায়



সাম্প্রতিক সময়ে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এক গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। জীবনদায়ী ওষুধের দাম যেভাবে আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে, তাতে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার অধিকার আজ খাদের কিনারে। কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে যেখানে মানুষের আর্থিক সক্ষমতা কমেছে, সেখানে প্রতিটি ওষুধের দাম দুই থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পাওয়া কেবল উদ্বেগের নয়, বরং চরম অমানবিক। তথ্য বলছে, ১৯৭০ সালের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের মাধ্যমে একসময় ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা সরকারের হাতে ছিল। কিন্তু গত কয়েক দশকে, বিশেষ করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের জমানায়, সেই নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল করা হয়েছে। কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে মুনাফা অর্জনের অবাধ সুযোগ করে দিতে প্রতি বছর ১০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এর ওপর ওষুধের মতো অতি প্রয়োজনীয় পণ্যে জিএসটি সম্পূর্ণ লাঘব না হওয়ায়, মানুষের অবস্থা এখন মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো। প্রশ্ন জাগে, জনকল্যাণকারী রাষ্ট্রে কি ওষুধের মতো প্রাণদায়ী পণ্যকে মুনাফা শিকারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া সাজে?

সমস্যার অন্য দিকটি আরও ভয়াবহ যা ওষুধের গুণমান সংক্রান্ত সরকার জেনেরিক ওষুধের প্রচার চালালেও, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বাজারজাত অধিকাংশ ওষুধই চরিত্রগতভাবে জেনেরিক। কিন্তু উপযুক্ত নজরদারি ও আধুনিক ল্যাবরেটরি পরীক্ষার পরিকাঠামো না থাকায় জেনেরিকের আড়ালে গজিয়ে উঠছে অসংখ্য ‘ভুঁইফোড়’ সংস্থা। নিম্নমানের ও ভেজাল ওষুধ বাজারে ছড়িয়ে পড়ায় মানুষের জীবন আজ সংকটাপন্ন। সস্তা ওষুধের প্রলোভনে মানুষ সুস্থ হওয়ার বদলে আরও বড় বিপদের দিকে পা বাড়চ্ছেন।

এই অরাজক পরিস্থিতি রুখতে কেবল কথার ফুলবুরি যথেষ্ট নয়। স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় আয়ের অন্তত ৫ শতাংশ বরাদ্দ করা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা এখন সময়ের দাবি। পাশাপাশি, সমস্ত ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামকে সম্পূর্ণ জিএসটি মুক্ত করা জরুরি।

এই প্রেক্ষাপটে ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল এন্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের উদ্যোগে সারা রাজ্যে ১৯ টি জেলায় অন্যান্য গনসংগঠনকে নিয়ে মার্চ মাস জুড়ে “সুলভ মূল্যে গুণমান যুক্ত ওষুধ আমাদের অধিকার” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর পরেই ভেজাল ওষুধ সম্পর্কে ডাক্তারবাবুদের অবহিত করতে সংগঠনের জেলা কমিটিগুলোর উদ্যোগে প্রায় ৩০০০ ডাঃ বাবুর কাছে লিফলেট সহ পৌঁছে প্রচার করা হয়। সরকারের জনবিরোধী ওষুধ বিষয়ক নীতিকে মানুষের সামনে উন্মুক্ত করতে জেলায় জেলায় চলছে মানুষের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ ও ভেজাল ওষুধের বিপক্ষে জেলা ড্রাগ কন্ট্রোলারকে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি প্রদান। সমস্ত ধরনের ওষুধের দাম কমানোর দাবীতে জেলায় জেলায় চলছে পথসভা ও বর্ণময় মিছিল, যেখানে আমাদের সদস্যদের সাথে সাথে অন্যান্য সংগঠনও যোগ দিয়েছে। সংগঠনের নজরকাড়া এই প্রচারে একটা বড় সংখ্যক সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছেন একথা বলাই বাহুল্য। মানুষকে বোঝানো গেছে যে এটি সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের লড়াই। সরকার যদি এখনই ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণে কঠোর নীতি গ্রহণ না করে এবং ভেজাল কারবারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেবল ধনীদেব বিলাসিতায় পরিণত হবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল এ্যান্ড সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সুমন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও সত্যযুগ প্রিন্টার্স কতৃক মুদ্রিত।